প্রথম আলো

তারিখ ... 25 MAR 2009
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ...

ভোলায় মাদ্রাসার আড়ালে জঙ্গি ঘাঁটি, অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আজহারের লেখা বেশ কয়েকটি বই, আবুল আলা মওদুদী অনূদিত তাফসির গ্রন্থ তাফহীমুল কুরআন, মাওলানা ওবায়দুর রহমান খানের লেখা *তিন লাদেনের বিশ্বযুদ্ধ* রয়েছে।

র‍্যাব সদস্যরা ওই মাদ্রাসা থেকে চারজনকে আটক করেছে। তাঁরা হলেন রাসেল (২৫), মো. জসিম (২৭); আবুল কালাম (৩২) ও আবদুল হামিদ (২৬)। র‍্যাব সূত্র জানায়, তাৎক্ষণিক জিজ্ঞাসাবাদে আটক জসিম (বাড়ি রাম-কেশবপুর গ্রামে) দাবি করেন, তিনি চার দিন ধরে এ মাদ্রাসায় দিনমজুর হিসেবে কাজ করছেন। এর আগে একসময় তিনি দোকানদারি করতেন। জিজ্ঞাসাবাদে আবুল কালামও (বাড়ি ভোলার দৌলতখান উপজেলার চর খলিফা গ্রামে) দাবি করেন, তিনি এখানে চার দিন ধরে কাঠমিস্ত্রির কাজ করছেন। ওই মাদ্রাসার বাদল নামে এক ব্যক্তি তাঁকে নিয়োগ দিয়েছেন বলে তিনি দাবি করেন। আটক হওয়া হামিদও (বাড়ি দৌলতখানের চরখলিফা গ্রামে) নিজেকে মাদ্রাসায় টাইলস বসানোর মিস্ত্রি বলে দাবি করেন। তিনি চার-পাঁচ দিন ধরে কাজ করছেন। তিনি জানান, জনৈক রফিক তাঁকে এ মাদ্রাসায় কাজ দিয়েছেন।

আটক হওয়া মাদ্রাসাশিক্ষক রাসেল দাবি করেন, তিনি বোরহানউদ্দিন ইদারা দাখিল মাদ্রাসায় নবম শ্রেণীতে পড়েন। একই সঙ্গে তিনি চার মাস ধরে এখানে শিক্ষকতা করছেন। তাঁর বাড়ি বোরহানউদ্দিন উপজেলার কুতুবা ইউনিয়নের জয়া গ্রামে। তাঁর বাবার নাম আবুল বাশার ওরফে মজিবুল হক হাওলাদার। র‍্যাবের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে রাসেল জানান, তিনি প্রতিদিন বিকেলে এসে এ মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। তাঁকে খাওয়া-থাকাসহ মাসে এক হাজার টাকা বেতন দেওয়া হয়।

কী পড়ান—এ প্রশ্নের জবাবে রাসেল বলেন, পবিত্র কোরআন সহি করে পড়ান। রাসেল বলেন, তাঁকে এ মাদ্রাসায় চাকরি দিয়েছেন বোরহানউদ্দিন কওমি মাদ্রাসার শিক্ষক মুফতি মহিউদ্দিন। তিনি আরও জানান, এ মাদ্রাসায় মাঝেমধ্যে বিদেশ থেকেও লোকজন আসত। তবে মাদ্রাসা দেখাশোনা করতেন ফয়সাল নামের এক ব্যক্তি। তাঁর বাড়ি দৌলতখান উপজেলায়।

জিজ্ঞাসাবাদে রাসেল আরও বলেন, মাদ্রাসায় প্রথমে ৫৫ জন ছাত্র ছিল। শেষ পর্যন্ত ১১ জনে টিকেছে। গতকাল র‍্যাবের অভিযানের সময় মাদ্রাসার ১১ জন ছাত্রের সবাই পালিয়ে যায়। র‍্যাব সদস্যরা জানান, এসব ছাত্রের শ্রেণীকক্ষ ব্যাগের ভেতর থেকে যে আলামত পাওয়া গেছে, তাতে ধারণা করা হচ্ছে—এখানে জঙ্গি প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। ছাত্রদের ফেলে রাখা ব্যাগে পিস্তলের মাথা, স্ক্রু ইত্যাদি পাওয়া গেছে। জানা গেছে, এ ছাত্রদের কেউই স্থানীয় নয়।

গতকাল ওই মাদ্রাসায় ঘুরে দেখা যায়, পহিন গ্রামে প্রায় পাঁচ একর জমির ওপর গ্রিন ক্রিসেন্ট মাদ্রাসা ও এতিমখানাটি প্রতিষ্ঠিত। ওপরে টিনশেড একতলা মাদ্রাসা ভবনগুলো চারদিক থেকে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে বাইরে থেকে ভেতরের অবস্থা বোঝার উপায় নেই। মাদ্রাসার চারপাশে গভীর পরিখার মতো করে খাল খনন করা হয়েছে। এই খালই চারপাশের প্রতিরক্ষা দেয়ালের কাজ করে। এ ছাড়া মাদ্রাসায় প্রবেশের পথটিও বিশেষভাবে তৈরি করা। ফটকে প্রবেশপথে পরিখার ওপর বিশেষ কায়দায় একটি ছোট সেতু বা কানভার্ট বানানো হয়েছে। সেটার মাঝখানে কবজাযুক্ত লোহার পাটাতন রয়েছে। পাটাতনের মাথায় লোহার শিকল লাগানো। ভেতর থেকে শিকল টেনে লোহার পাটাতনটি ভেতরের দিকে তুলে ফেলা যায়। তাতে আর কারও পক্ষে ভেতরে ঢোকা সম্ভব নয়। এই অভিনব ফটক ও চারদিকে পরিখার মতো খাল খননের বিষয়টি উপস্থিত র‍্যাব কর্মকর্তাদেরও বিস্মিত করে।

লে. কমান্ডার মামুন বলেন, যুক্তরাজ্যপ্রবাসীদের অর্থায়নে মাদ্রাসাটি পরিচালিত হয় বলে প্রাথমিকভাবে জানা

ভোলায় মাদ্রাসার আড়ালে জঙ্গি ঘাঁটি, অস্ত্র উদ্ধার

ভোলা প্রতিনিধি ●

ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার এক পহিন গ্রামে মাদ্রাসার আড়ালে পরিচালিত একটি জঙ্গি ঘাঁটির সন্ধান পাওয়া গেছে। গতকাল মঙ্গলবার র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন—র‍্যাব সেখানে অভিযান চালিয়ে নয়টি অস্ত্র ও প্রায় চার হাজার গুলি, বোমা তৈরির বিপুল সরঞ্জাম, জঙ্গি তৎপরতায় উদ্বুদ্ধকারী ধর্মীয় বই ও নানা সাজ-সরঞ্জাম উদ্ধার এবং চারজনকে আটক করেছে।

গতকাল দিনভর ভোলা সদর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে বোরহানউদ্দিনের সাচড়া ইউনিয়নের রাম-কেশবপুর গ্রামে এ অভিযান চালানো হয়। অভিযানে নেতৃত্বদানকারী বরিশাল র‍্যাবের লে. কমান্ডার মামুন সাংবাদিকদের বলেছেন, প্রাথমিকভাবে তাঁরা ধারণা করছেন, জেএমবি বা ওই জাতীয় কোনো জঙ্গিগোষ্ঠী নাশকতার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এসব অস্ত্রশস্ত্র এখানে মজুদ করেছে। এ ছাড়া এ মাদ্রাসাটি জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো বলেও র‍্যাব কর্মকর্তারা মনে করছেন।

লে. কমান্ডার মামুন *প্রথম আলোকে* জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র‍্যাবের সদস্যরা গতকাল বেলা ১১টার দিকে রাম-কেশবপুর গ্রামে গ্রিন ক্রিসেন্ট মাদ্রাসা ও এতিমখানায় অভিযান চালায়। তাঁরা সেখানে প্রথমে ছাত্রাবাস ও শ্রেণীকক্ষগুলো তল্লাশি করে কিশোর ও বালক বয়সী ১১ জন ছাত্র পান। এরপর র‍্যাব মাদ্রাসাশিক্ষক রাসেলের (৩০) থাকার ঘরসহ তিনটি কক্ষে তল্লাশি চালিয়ে অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করে। এসব কক্ষের শয্যা-ব্যবস্থা ত্রিতলবিশিষ্ট।

র‍্যাব সূত্র জানায়, উদ্ধার করা অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে রয়েছে তিনটি বন্দুক, দুটি পিস্তল, দুটি রিভলবার, একটি শটগান, একটি এয়ারগান, একটি আধুনিক তীর-ধনুক, প্রায় চার হাজার বিভিন্ন অস্ত্রের গুলি, গুলিভর্তি আটটি ম্যাগাজিন, বন্দুকের নিশানা ঠিক করার দুটি দূরবিন, দুটি ওয়াকিটকি, দুটি রিমোট কন্ট্রোল, ২০০ গ্রাম বিস্ফোরক, বোমা ও গুলি তৈরির প্রায় তিন হাজার স্প্রিংস্টার, একটি ট্রাস্টার, একটি সরঞ্জামের বাক্স (টুলবক্স) ও বোমা তৈরির বিভিন্ন সরঞ্জাম। এ ছাড়া অস্ত্র চালানোর বিষয়ে সচিত্র একটি প্রশিক্ষণ পুস্তক ও ১২টি প্রশিক্ষণ পোশাকও পাওয়া গেছে। সেখান থেকে প্রায় ৬০টি ধর্মীয় বই পাওয়া গেছে। এর প্রায় সবগুলো জঙ্গি তৎপরতায় উদ্বুদ্ধকারী বই। এর মধ্যে কাশ্মীরভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন জইশে মোহাম্মদের নেতা মাসুদ

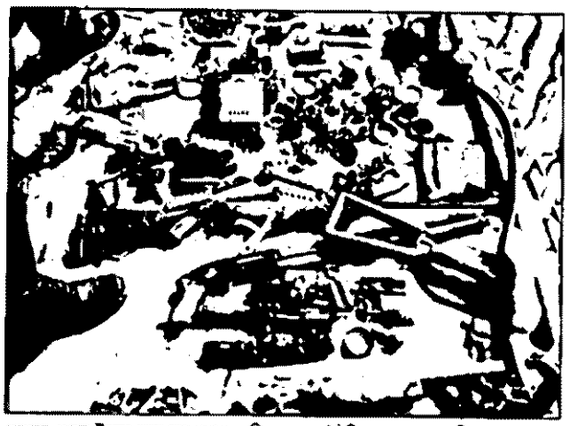

মাদ্রাসা থেকে উদ্ধার করা অস্ত্রশস্ত্র, গুলি ও বোমা তৈরির সরঞ্জাম ● ছবি : প্রথম আলো

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২